দ্বিতীয় অধ্যায়

ফরাসি বিপ্লব

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ তমিজ মিয়া গজারিপুর গ্রামের চেয়ারম্যান হওয়ার পর মেম্বারদের প্রভাবে জনগণের জন্য বরাদ্দকৃত সকল টিউবওয়েল, ডেউটিন, গম, চাল, শীতবস্ত্র নিজেরাই ভাগাভাগি করে নিতে শুরু করেন। এতে জনগণ চেয়ারম্যান পরিষদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে পুলিশের বাধা সত্ত্বেও বিক্ষোভরত জনতা চেয়ারম্যান পরিষদ ঘেরাও করে এবং পরিষদের সদস্যদের উন্মুক্ত জনতার সামনে অপরাধকর্ম প্রকাশপূর্বক পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। *◀ শিখনফল: ১ ও ৩*

ক. 'Spirit of Laws' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? ১

খ. প্রাক-বিপ্লব ফরাসি সমাজে খাজনা চাষিরা কীভাবে জীবনযাপন করত? ২

গ. তমিজ মিয়ার পরিষদের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ আমাদেরকে ফ্রান্সের কোন লুইয়ের সংকটের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, পুলিশের বাধা আরও কঠোর হলে জনতার আন্দোলন স্থিমিত হয়ে যেত? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Spirit of Laws' গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন মন্টেস্কু।

খ খাজনা চাষিরা ফরাসি সমাজে প্রাক বিপ্লব সর্বত্রই শোষিত ও বঞ্চিত। খাজনা চাষিরা জমিদারদের নিকট থেকে এবং সামন্তপ্রভুদের কাছ থেকে খাজনা দিয়ে জমি নিয়ে নিত এবং জমি চাষ করত। এ ধরনের চাষিদের ওপর কোনো অধিকার থাকত না। জমিতে যে ফসল উৎপাদিত হতো, খাজনার টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে সংসার পরিচালনা করা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ত। এসব কৃষকেরা সমাজে নিম্নমানের জীবনযাপন করত। জীবনের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে তাদের কঠোর পরিশ্রম করত হতো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত তমিজ মিয়ার পরিষদের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ আমাদেরকে ফ্রান্সের ষোড়শ লুই-এর সংকটের কথা মনে করিয়ে দেয়। ষোড়শ লুইও জনগণের চাপে এভাবে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। বুরবোঁ বংশীয় শেষ রাজা ষোড়শ লুই ১৭৭৪ সালে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। তিনি একজন স্বেচ্ছাচারী ও দুর্বল চিত্তের শাসক। তার সরকার যে সময় ক্ষমতা নেয় তখন ফ্রান্সের রাজকোষ ছিল প্রায় শূন্য। এরপরও তার অদক্ষতা, দুর্নীতি, বিলাসিতা এবং অপরিণামদর্শী কাজের জন্য জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। খাদ্য সংকট, করের বৈষম্যপূর্ণ বণ্টন ইত্যাদি কারণে জনগণ তাকে ভার্সাই থেকে ধরে এনে প্যারিসে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। বিপ্লবীদের চাপের মুখে তাঁর নতি স্বীকার করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। অনুরূপভাবে ক্ষুব্ধ জনতার চাপের মুখে তমিজ মিয়া ও তার পরিষদকে জনতার সামনে আত্মসমর্পণ ও পদত্যাগে বাধ্য হতে হয়।

উপরিউক্ত ঘটনাটি ফরাসি বিপ্লবীদের কথাই আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনা প্রবাহে লক্ষ করলে দেখা যায় বিক্ষুব্ধ জনতার চাপের মুখে তমিজ মিয়া ও তার সদস্যরা পদত্যাগ করে। এ আন্দোলনে পুলিশের বাধা সত্ত্বেও জনগণ সফল হয়। পুলিশ বাধা দিলেও তা প্রতিরোধ করেনি, এরূপই মনে হয়। তবে পুলিশ শক্ত হাতে আন্দোলনকে দমন করলে তা কতটা সফল হতো বলা কঠিন। জনসাধারণের যৌক্তিক ও ন্যায্য কোনো দাবিকে শক্তি প্রয়োগ করে দাবিয়ে রাখা যায় না দীর্ঘ সময় ধরে। স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী সবসময় তাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করতে শক্তির আশ্রয় নেয়। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে কেউই এভাবে টিকে থাকতে পারেনি। একসময় তাদেরকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

উদ্দীপকের ঘটনায় পুলিশ তমিজ মিয়ার পক্ষাবলম্বন করেছে কিনা তা বলা যায় না। কেননা পুলিশ কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু পুলিশ যদি আরও কঠোর হতো, তাহলে জনগণ কি সমর্থ হতো তমিজ মিয়াকে পদত্যাগ করাতে? হয়তবা সেই সময়, সেই মুহূর্তে সম্ভব হতো না। জনগণের আন্দোলনকে সাময়িকভাবে দমন করা গেলেও নির্মূল করা যায় না। ধরপাকড় কিংবা দমন-নিপীড়নের ফলে আন্দোলনকে সাময়িকভাবে বন্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

প্রশ্ন ▶ ২ বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে 'X' নামক বাজারে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক লোক ক্রয়-বিক্রয় করতে আসে। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা পণ্য ক্রয় বিক্রয় ক্ষেত্রে কোনো খাজনা দেয় না। অথচ বাজারের সকল সুযোগ-সুবিধা তারা ভোগ করে। কৃষক, শ্রমিক অর্থাৎ গরিব লোকেরা যদি এক হালি ডিমও নিয়ে আসে তার খাজনা দিতে হয়। ফলে গরিবদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। *◀ শিখনফল: ১*

ক. ফরাসি বিপ্লবের স্রষ্টা কারা? ১

খ. মার্কেন্টাইলবাদ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'ঢ' নামক বাজারের গরিব লোকদের ক্ষোভের মাঝে ফরাসি বিপ্লবের কোন কারণটির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পেছনে উক্ত কারণটিও কতটুকু দায়ী বলে তুমি মনে কর? বুঝিয়ে লিখ। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মন্টেস্কু, ভলতেয়ার ও রুশো প্রমুখ দার্শনিকরাই ফরাসি বিপ্লবের স্রষ্টা।

খ মার্কেন্টাইলবাদ হলো একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব— যেটি ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেশ প্রচলিত ছিল।

মার্কেন্টাইলবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্য জাতির বাণিজ্যিক স্বার্থের দিকে খেয়াল রেখে এরূপভাবে একটি দেশের সরকারি নিয়মকানুন আরোপ করা, যাতে নিজ দেশের সম্পত্তি বৃদ্ধি করা যায়। অষ্টাদশ শতকে ফিজিওক্র্যাট নামক একদল অর্থনীতিবিদ মার্কেন্টাইলিজম ভ্রান্ত মতবাদ বলে প্রচার করেন।

গ উদ্দীপকে 'X' নামক বাজারের গরিব লোকদের ক্ষোভের মাঝে ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক অবস্থার কারণটির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

ফরাসি বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের সামাজিক ব্যবস্থায় অনেক বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। সে সময় ফ্রান্সের সমাজ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা- যাজকগণ ছিলেন প্রথম শ্রেণি, অভিজাতগণ ছিলেন দ্বিতীয় আর অধিকারহারা শ্রেণি ছিলেন তৃতীয় স্তরে। শহুরে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, কৃষক, বর্গাদাস, ভূমিদাস এ শ্রেণির অন্তর্গত। অভিজাত ও যাজক শ্রেণিরা বিশেষ সুবিধা (Privilege) ভোগ করত। রাষ্ট্রীয় জমির অধিকাংশ মালিকানা হওয়া সত্ত্বেও তারা কোনো খাজনা দিত না। অন্য দিকে তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কৃষক, বর্গাদার, ভূমিহীনদের বিভিন্ন প্রকার খাজনা দিতে হতো। ভূমিকর, লবণ কর, ধর্মীয় টাইদ কর, মাথাপিছু উৎপাদন কর প্রভৃতি কর পরিশোধের পর তাদের পরিবারের ভরণপোষণের কিছুই থাকত না। এদের দুঃখ-দুর্দশার অভাব ছিল না। ফলে তাদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে 'X' নামক বাজারে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক লোক ক্রয়-বিক্রয় করতে আসে। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বাজারের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খাজনা দেন না। কিন্তু কৃষক গরিব অর্থাৎ গরিব লোকদের বেশি পরিমাণে খাজনা দিতে হয়। ফলে তাদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

উপরিউক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকে ফরাসি বিপ্লবের পেছনে বৈষম্যপূর্ণ সামাজিক অবস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঘ ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পেছনে উক্ত কারণ তথা বিপ্লবপূর্ব বৈষম্যমূলক সামাজিক অবস্থাটি যথেষ্ট দায়ী বলে আমি মনে করি।

ফ্রান্সের বিপ্লব শুরু হয়েছিল মূলত তৃতীয় শ্রেণি বা অধিকারহারা শ্রেণির মাধ্যমে। ফ্রান্সে যাজক এবং অভিজাত শ্রেণি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বলে তারা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। এ সকল রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা বংশানুক্রমিকভাবে তারা লাভ করত। অথচ তারা কোনো প্রকার কর দিত না। অন্যদিকে তৃতীয় শ্রেণিরা ছিল সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। অথচ এরাই ছিল রাষ্ট্রের স্তম্ভ। এদের শ্রমেই গড়ে উঠেছিল ফরাসি অর্থনীতি তথা ফরাসি সাম্রাজ্য। তৃতীয় শ্রেণির নেতৃস্থানীয় ছিলেন বুর্জোয়াগণ। এদের আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেও বংশ মর্যাদা ছিল না। বুর্জোয়াদের একাংশ ছিল উচ্চ শিক্ষিত ও দার্শনিক চিন্তাধারায় উদ্দীপ্ত। এরাই ছিল সবচেয়ে অসন্তুষ্ট শ্রেণি। তৃতীয় শ্রেণির বৃহৎ অংশ ছিল কৃষক সম্প্রদায়। তাদের মাঝে স্বাধীন কৃষক শ্রেণিরা নিজের জমিতে চাষ করত। কিন্তু তাদের জমির পরিমাণ কম হলেও ভূমিকর, আবগারি কর, মাথাপিছু উৎপাদন কর, সম্পত্তি কর, গির্জাকে দেয় টাইদ প্রভৃতি কর দিতে হতো। এত সব কর পরিশোধের পরও তাদের পরিবারের ভরণপোষণের আর কিছু থাকত না। তৃতীয় শ্রেণির অপর কৃষকদের অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়। ফরাসি বিপ্লবপূর্বে ফরাসি কৃষকরা সর্বাপেক্ষা শোষিত ছিল। শোষণ, নির্যাতন, বঞ্চনা ও হতাশায় নিমজ্জিত এসব মানুষ দার্শনিকদের লেখনীর মাধ্যমে সচেতন হয়ে ওঠে এবং বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে, যা ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লব নামে পরিচিত।

পরিশেষে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি, বিপ্লবপূর্ব সামাজিক অবস্থার মধ্যে ফরাসি বিপ্লবের কারণ নিহিত রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩ শাফিগঞ্জ গ্রামের আশি ভাগ মানুষ কৃষক, যাদের অনেকেই কৃষিকাজের পাশাপাশি ব্যবসায় পরিচালনা করে আজ বিত্তশালী। কিন্তু তবুও তাদেরকে সম্মান দিতে নারাজ গ্রামের উচ্চবংশীয় পরিবারবর্গ ও ধর্মীয় উপাসনালয়ের ধর্মগুরুরা। সকল সুযোগ-সুবিধা এরাই ভোগ করত এবং অন্যায় করলেও এদের বিচার হতো না। প্রখর রোদে কাজের ফাঁকে গাছের ছায়ায় বসে কৃষক সলিমুল্লাহ এসব ভাবছিল। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. কত সালে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল? ১

খ. বুর্জোয়া শ্রেণি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সলিমুল্লাহর সামাজিক অবস্থা কীভাবে আবর্তিত হচ্ছিল? ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, শাফিগঞ্জ গ্রামের সামাজিক অবস্থা বৈষম্যপূর্ণ ছিল? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।

খ মূলত বুর্জোয়া বলতে পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক শ্রেণি বোঝায়। ফরাসি সমাজে বুর্জোয়াদের সকলেই পুঁজিবাদী ছিল না। শহরমুখী সাধারণ দোকানদার, কারিগর, বুদ্ধিজীবী, চাকুরে ও ধনী বণিকদের বুর্জোয়া বলা হতো। তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট ছিল। আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেও কোনো বংশ কৌলীন্য ছিল না। বুর্জোয়ারা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা- পাতি বুর্জোয়া, ধনী বুর্জোয়া ও মূলধনী বুর্জোয়া।

গ উদ্দীপকের সলিমুল্লাহর সামাজিক অবস্থা আবর্তিত হচ্ছিল এমন এক অবস্থানকে কেন্দ্র করে, যেখানে কেবল কৃষক হওয়ার দরুন একে বাঁচতে হচ্ছে সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে। শাফিগঞ্জ গ্রামের মানুষের মাঝে শ্রেণিবিন্যাস চরম আকারের তা উদ্দীপক থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। সমাজের বংশগৌরবের দ্বারা উচ্চশ্রেণির এবং ধর্মীয় গুরু তারা সমাজকে একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। এ শ্রেণিটি সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে অন্যায় করেও পার পেয়ে যাচ্ছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক সভ্য সমাজে একজন মানুষ কেবল বংশ, পেশা বা জন্মস্থানের কারণে কোন বৈষম্যের শিকার হবেন, তা প্রত্যাশিত না হলেও প্রাক-বিপ্লবকালীন সময়ে ফ্রান্সের সমাজের ন্যায় এ গ্রামের মানুষ তাই যাবতীয় বিষয়াদি আবর্তিত হচ্ছিল তথাকথিত উচ্চবংশীয় লোক ও ধর্মগুরুদের দ্বারা সৃষ্ট এক কৃত্রিম পরিবেশে, যেখানে তিনি তার প্রাপ্য মর্যাদা ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থা থেকে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, শাফিগঞ্জ গ্রামের সামাজিক অবস্থা ছিল চরম বৈষম্যপূর্ণ, একচোখা এবং নীতিভ্রষ্ট।

সমাজের প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার যেমন অধিকার আছে, তেমনি আছে ন্যায় বিচার পাওয়ার। মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ প্রতিটি মানুষ পাবে মানুষ হিসেবে। সমাজের আইন, বিধি ও কার্যাবলি পরিচালিত হবে সমতার ভিত্তিতে। প্রত্যেকে তার মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে অর্জিত যোগ্যতা বলে সম্মান পাবে। বংশ, বর্ণ, ধর্ম, গোত্র কিংবা অন্যকোনো কারণে কাউকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটিই হওয়া উচিত ছিল শাফিগঞ্জ গ্রামে। কিন্তু এ গ্রামের অবস্থানটি ভিন্ন। এখানে একজন কৃষক, সে তার পরিশ্রম ও মেধার দ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্য করে তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হলেও সে যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান পাচ্ছে না। সমাজের উচ্চবংশীয় পরিবার এবং ধর্মীয় গুরুরা সব সম্মান ও সুযোগ পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করে। একজন কৃষক কোনো অন্যায় করলে তার বিচার হলেও এরূপ এলিটদের ক্ষেত্রে তার কোনো বিচার হয় না। ন্যায়বিচার আইন যেন কেবল সাধারণ মানুষের জন্য। মোট জনসংখ্যার মাত্র ২০% ভাগ হয়েও এলিট শ্রেণিই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করছে। এরূপ একটি সমাজ চরম বৈষম্য, বঞ্চনা ও অবিচারের একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রশ্ন ▶ ৪ ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব ও ধর্মীয় গুরুদের প্রতাপ কম বেশি সব সময়ই দেখা গিয়েছিল। এক সময় ইউরোপের একটি দেশে গির্জা ও এর যাজক সম্প্রদায় রাজ্যের মধ্যে অপর রাজ্য গড়ে তুলেছিল। ঐ সময় Contract of Poissey অনুযায়ী যাজকগণ তাদের ভূ-সম্পত্তির জন্য সরকারকে নিয়মিত কর দিতে বাধ্য ছিল না। তারা স্বেচ্ছাকর দিত এবং এ করের হার তারাই নির্ধারণ করত। গির্জার অধীনস্থ কর্মচারী ও সম্পদের ব্যাপারে রাজা কোনো হস্তক্ষেপ করতেন না। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. মন্তেস্কু কোন ধরনের রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন? ১

খ. ফ্রান্সের Third Eastate সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের যে সম্প্রদায়ের তথ্য ফুটেছে তাদের ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. এ ধরনের একটি সম্প্রদায় ছাড়া প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায়ের কার্যক্রম ও পরিচিতি মূল্যায়ন কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের।

খ যাজক ও অভিজাত ব্যতীত সকলেই ছিল তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল ২৫ মিলিয়ন বা আড়াই কোটি। এর শতকরা ৯৬ ভাগই ছিল তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এরা ছিল ব্যাংকার, মালিক, শিল্পোৎপাদক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক, শিল্পী- গ্রন্থকার, সাংবাদিক, কৃষক প্রমুখ।

গ উদ্দীপকে প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের ফার্স্ট এস্টেট বা যাজক সম্প্রদায়ের তথ্য ফুটে উঠেছে। নিচে এ বিষয়ের যথার্থতা আলোচনা করা হলো:

মূল ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সে গির্জা ও এর যাজক সম্প্রদায় রাজ্যের মধ্যে অপর রাজ্য গড়ে তুলেছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে ১৫৬ সালের Contract of Poissey অনুযায়ী যাজকগণ তাদের ভূসম্পত্তির জন্য সরকারকে নিয়মিত কর দিতে বাধ্য ছিল না। তারা স্বেচ্ছাকর দিত এবং এ করের হার তারাই নির্ধারণ করত। গির্জার অধীনস্থ কর্মচারী ও সম্পদের ব্যাপারে রাজা কোনো হস্তক্ষেপ করতেন না। তারা ছিল স্বয়ংশাসিত। বিপ্লবের প্রাক্কালে ফরাসি গির্জার মালিকানা ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তির শতকরা ২০ ভাগ। এ সম্পত্তিতে গির্জা কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ টাইদ বা ধর্মকর হিসেবে আদায় করত। তাছাড়া তারা জন্মের সময় নামকরণ কর ও মৃত্যু নিবন্ধন কর আদায় করতে পারত। ভূ-সম্পত্তির আয়ের জন্য গির্জাকে কোনো কর দিতে হতো না। বরং যাজকগণ অনেক ধরনের বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। এসব কারণে ফরাসি যাজক সম্প্রদায় বিত্তশালী হয়ে উঠে। তারা ফরাসি আইনে সম্প্রদায় হিসেবে ভোটাধিকার লাভ করে। তবে নিম্নস্তরের যাজকগণ কোনো সুযোগ সুবিধা পেত না। তাই তারা ফরাসি বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল।

ঘ উদ্দীপকের সম্প্রদায় ছাড়াও প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের আরেকটি সম্প্রদায় ছিল সেকেন্ড এস্টেট বা অভিজাত সম্প্রদায়। নিচে এদের কার্যক্রম ও পরিচিতি মূল্যায়ন করা হলো:

ঐতিহাসিক Hempson তার *Social Hestory of the French Revolution* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল অভিজাত দাবি করত যে, মধ্যযুগে যেসকল ফ্রাঙ্কিশ বিজেতা ফ্রান্স অধিকার করে তারা তাদেরই বংশধর, সুতরাং তারা বিশেষ অধিকার (Privelege) ভোগ করার অধিকারী। রাজা নিজেও এ বিজেতাদের উত্তরসূরি বিধায় তিনি তার বিশেষ অধিকার (Prerogative) ভোগ করত। অভিজাতগণ বংশানুক্রমে তাদের এ অধিকারগুলো সযত্নে সংরক্ষণ করত। এরা শুধু বংশকৌলীন্যের জোরে উচ্চপদগুলোতে নিয়োগ পেত। ফরাসি অভিজাতদের

মধ্যেও ৩টি স্তর লক্ষ্য করা যায়– ১. বনেদি পরিবারের অভিজাত। ২. গ্রামীণ সমাজ এবং ৩. চাকরিজীবী অভিজাত।

বনেদি অভিজাত বা অভিজাতদের উচ্চতর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল রাজার সভাসদ, সেনাপতি, বিচার বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, রাজদূত, উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তা প্রমুখ। এদেরকে বলা হতো দরবারি অভিজাত। এ শ্রেণিটি তাদের আয় বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের উপর নিদারুণ অত্যাচার উৎপীড়ন চালায়। আর তৃতীয় শ্রেণির অভিজাতগণ ছিল চাকরিজীবী। ধনী বুর্জোয়াদের একাংশ সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা লাভের জন্য পার্লামেন্টের বিচারকের পদ বা প্রদেশে ইন্টেন্ডেন্টের পদ বংশানুক্রমিক কিনে নিত। এরা আদালত গঠনের অধিকার, জরিমানা আদায়ের অধিকার প্রভৃতি ভোগ করত। তাই বলা যায় যে, ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অভিজাতগণ ছিল এক বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণি।

প্রশ্ন ▶৫ দীর্ঘদিন ধরে 'ক' রাষ্ট্রে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের শাসন প্রচলিত ছিল। দেশটিতে রাজারা 'ঈশ্বর' প্রদত্ত ক্ষমতা ঈশ্বর প্রাপ্তি নীতির ওপর নির্ভর করে সেখানে রাজতন্ত্রকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারে পরিণত করে। এ স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য রাজারা জাতীয় সভার অধিবেশন আহ্বান করেননি। ◀ *শিখনফল: ১*

ক. নেপোলিয়নের ধর্ম সংস্কার ইতিহাস কী নামে পরিচিত? ১

খ. মন্তেস্কুর লিখিত গ্রন্থ সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সাথে কোন রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের বিষয়টি ছাড়াও 'ক' রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থা বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অগোছালো ছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেপোলিয়নের ধর্ম সংস্কার ইতিহাস কনর্ক্যাট (Concordate) বা মীমাংসানীতি নামে পরিচিত।

খ ফরাসি দার্শনিক মন্তেস্কু বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তার মতবাদ গণমানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। মন্তেস্কুর প্রথম পুস্তক The Persian Letters।

এ পুস্তকে উজবেক ও রিকা নামক দুইজন পারস্য ভ্রমণকারীর ছদ্মনামে ফরাসি সমাজের দোষত্রুটি তুলে ধরেন। তার দ্বিতীয় পুস্তক ছিল The Greatness and Deceaderce of the Romans। মন্তেস্কুর বহুল আলোচিত বই The Spirit of Laws। এটি ১৭৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।

গ উদ্দীপকে রাকিবের পড়ার বিষয়টি প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের শাসনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে। নিচে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্তির নীতির (Divine Power) ওপর নির্ভর করে চতুর্দশ লুই রাজতন্ত্রকে সর্বময় ক্ষমতার আধারে পরিণত করেন। এ ক্ষমতা বুঝবার জন্য তিনি মন্তব্য করেন। The state, it is myself" বা I am the state" বা আমিই রাষ্ট্র। ষোড়শ লুই তার আত্মজীবনীতে বিষয়টি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এভাবে, "রাজারা হচ্ছেন সর্বময় প্রভু যেমন প্রজাদের সব কিছুর ওপর কর্তৃত্ব করার সকল প্রাকৃতিক অধিকার রয়েছে। এ স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে ব্যবহার করার জন্য রাজারা জাতীয়তার অধিবেশন আহবান করেন নি।

উদ্দীপকেও দেখা যাচ্ছে যে, দীর্ঘদিন ধরে 'ক' রাষ্ট্রে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের শাসন প্রচলিত ছিল দেশটিতে রাজারা ছিলেন সর্বময় প্রভু। ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্তি নীতির ওপর নির্ভর করেই সেখানে ও রাজতন্ত্রকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারে পরিণত করা হয় এবং এ স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য রাজারা জাতীয় সভার অধিবেশন আহ্বান করেননি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রের সাথে ফ্রান্সের স্বৈরাচারী শাসনই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের বিষয়টি ছাড়াও প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অগোছালো ছিল বলে আমি মনে করি। নিচে এ বিষয়ে আমার মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো:

১৫৬১ সালের পোইসির চুক্তি অনুসারে রাজা গির্জার অভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। এমনকি গির্জার ভূ-সম্পত্তির ওপর রাজা কোনো কর ধার্য করতে পারতেন না। এর ফলে ফ্রান্সের গির্জা স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত হয় এবং যাজকগণ এতটা প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন যে, ক্ষেত্রবিশেষে রাজার কর্মকর্তাগণ তাদের কাছে অসহায় হয়ে পড়ে। এর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ফরাসি রাজতন্ত্রের জন্য শুভ ছিল না। এছাড়া চতুর্দশ লুইয়ের পর ফ্রান্সে বুঁরবো বংশে অযোগ্য শাসকদের আবির্ভাব ঘটে। পঞ্চদশ লুই ছিলেন বিলাসী, রমণীরঞ্জন, প্রজাপতি রাজা। ফ্রান্সের প্রদেশগুলোতে রাজার কোন নির্দেশ অভিজাতদের সম্মতি ছাড়া কার্যকর করা যেত না। ফ্রান্সের ১২টি পার্লামেন্টের বিচারকগণ ছিলেন অভিজাতশ্রেণির। এর ফলে অভিজাতশ্রেণির বিরুদ্ধে রাজার কোনো আইন কার্যকর করা যায় নি। ফলে অভিজাতশ্রেণির দৌরাত্ম্যে দেশে সুষ্ঠু শাসন কায়েম করা সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু বিচার ব্যবস্থার শৃঙ্খলার অভাব, মুদ্রা ও কর ব্যবস্থার অক্ষমতা এবং শাসকদের অদূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতি ফান্সের বিপ্লব-পূর্বকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে তুলেছিল। আর এই ভঙ্গুর রাজনৈতিক পরিস্থিতিই বিপ্লবীদের সফলতাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের ভঙ্গুর রাজনৈতিক পরিস্থিতিই বিপ্লবীদের সফলতাকে ত্বরানিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶৬ রবিন একটি দেশের এক সময়কার বিভিন্ন অনিয়মের ওপর নির্মিত একটি ছায়াছবি দেখে বুঝতে পারে স্বাধীনতা, সাম্য আর মৈত্রীর জন্য তৎকালীন সময়ে 'রাজন্যবর্গের' বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। সেখানকার ক্ষয়প্রাপ্ত সমাজব্যবস্থার ওপর নির্মিত হয়েছিল আরেক নতুন সমাজব্যবস্থা, যা আজও পৃথিবীর ইতিহাসে গৌরবময় অবস্থানে রয়েছে। ◀ *শিখনফল: ১ ও ৪*

ক. ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই কত সালে সিংহাসনে বসেন? ১

খ. 'এনসাইক্লোপিডিস্ট' কথাটি দ্বারা কি বোঝানো হয়। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যে সমাজব্যবস্থাটির পরিবর্তনের জন্য উক্ত দেশের জনগণ সংগ্রাম করেছিল সেই সমাজব্যবস্থার একটি চিত্র তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে তুলে ধর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত পরিবর্তন দেশটির অভ্যন্তরীণ তথা ইউরোপের ইতিহাসের গতিকে পরিবর্তন করেছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই ১৭৭৪ সালে সিংহাসনে বসেন।

খ বিশ্বকোষ প্রণেতাদের ইংরেজিতে Encyclopedist বলা হয়।

বিশ্বকোষ হলো সহজ-সরল ভাষায় সব ধরনের জ্ঞানের একত্র সন্নিবেশ। ভেনিস ডিডেরো, ডি. এলেমবার্ট, ম্যাবলী, কঁদরেস প্রমুখ মনীষী ছিলেন বিশ্বকোষ গ্রন্থের প্রণেতা। ফরাসি দার্শনিকদের লেখা বিশ্বকোষে স্থান পায়। ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে ফরাসি জনতার মানস গঠনে বিশ্বকোষ প্রণেতাদের অবদানও অপরিসীম।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত যে সমাজ ব্যবস্থাটির জন্য উক্ত দেশের জনগণ সংগ্রাম করেছিল সেই সমাজ ব্যবস্থার সাথে ফরাসি বিপ্লবপূর্ব সমাজ ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রাক-বিপ্লবের যুগে ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা। ফ্রান্সের সমাজে তিনটি শ্রেণির উপস্থিতি ছিল। যথা— যাজকগণ ছিলেন প্রথম বা First Estate, অভিজাতগণ Second Estate আর তৃতীয় স্তরে ছিলেন Third Estate বা অধিকারহারা শ্রেণি। যাজক শ্রেণিরা সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। তাদের অধীনে রাষ্ট্রের সম্পত্তির শতকরা ২০ ভাগ ছিল। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় কর প্রাপ্তির ফলে তারা ছিল সর্বোচ্চ সম্পত্তির অধিকারী। অভিজাত সম্প্রদায়গণ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। অভিজাতগণ বংশানুক্রমে উচ্চপদগুলোতে নিয়োগ পেত। অভিজাতদের মধ্যে যারা সামন্তপ্রভু তারা ফ্রান্সের মোট জমির ২০ ভাগ অধিকার করলেও ভূ-কর আদায় করত না। এমনকি অন্য কর আদায়ে শিথিলতা প্রদর্শন করত। অন্যদিকে তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত লোকদের দুর্দশার অভাব ছিল না। এ শ্রেণির নেতৃস্থানীয় ছিল বুর্জোয়াগণ। এরাই মূলত ফরাসি বিপ্লবকে নেতৃত্ব দেন। তাদের আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেও বংশ কৌলীন্য ও সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তৃতীয় শ্রেণির বৃহৎ অংশ ছিল কৃষক সম্প্রদায়। তাদের মাঝেও স্বাধীন কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক ছিল। বিভিন্ন কর পরিশোধের পর তাদের ভরণপোষণের কিছু থাকত না। এছাড়াও তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্গত বর্গাচাষি প্রান্তিক চাষি ক্ষেতমজুর ও ভূমিদাসরা করভারে জর্জরিত ছিল। ফলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং এক সময় তা বিপ্লবে পরিণত হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, রবিন যে দেশের বিভিন্ন অনিয়মের ওপর নির্মিত একটি ছায়াছবি দেখেছিল সে দেশেও স্বাধীনতা, সাম্য আর মৈত্রীর জন্য তৎকালীন রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজব্যবস্থায় ফরাসি বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের সমাজব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ফরাসি বিপ্লবকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের ফলে যে সকল পরিবর্তন সূচিত হয় সেগুলো দেশটির অভ্যন্তরীণ তথা ইউরোপের ইতিহাসের গতিকে পরিবর্তন করেছিল বলে আমি মনে করি।

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল ছিল অত্যন্ত গভীর। এটি ফ্রান্সের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্মব্যবস্থা আমূল বদলে দেয়। পাশাপাশি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রভাব বিস্তার করে। ফরাসি বিপ্লব জরাজীর্ণ পুরনো সামন্ততন্ত্রের বিলোপ সাধন করে সামন্তপ্রভুদের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করে দেয়। এ বিপ্লব তাৎক্ষণিকভাবে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু করে। ফলে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের অবসানের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে অনেকটা গণতান্ত্রিক শাসনের সূত্রপাত ঘটে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের ইচ্ছার প্রাধান্য স্বীকৃতি লাভ করে। এছাড়া এ বিপ্লব সামাজিক আচার-আচরণ, পোশাক-আশাকে পরিবর্তন আনয়ন করে। পুরুষরা ব্রিচেস পরা ছেড়ে দিয়ে ট্রাউজার ও কোট এবং মেয়েরা ফোলানো পোশাক ছেড়ে আটসার্ট ছোট স্কার্ট পরা শুরু করে।

ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ফ্রান্স সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। ফলে ফ্রান্স ইউরোপীয় রাজনীতিতে একক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ বিপ্লব ইউরোপজুড়ে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। সে সময় সমগ্র ইউরোপে রাজতন্ত্র বিরাজমান ছিল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার এই মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপের জনগণ রাজতন্ত্রের বিপরীতে গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত হয়। ইউরোপব্যাপী ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ফলে নতুন ইতিহাস শুরু হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ তথা ইউরোপের আমূল পরিবর্তন সাধন করে, যা তার ইতিহাসের গতিকে পরিবর্তন করে।

প্রশ্ন ▶ ৭ ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসে মৌর্য বংশীয় মহামতি সম্রাট অশোক ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি তার নিজ যোগ্যতাবলে পুরো ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল নিজ রাজ্যভুক্ত করে এক দিগ্বিজয়ী বীর হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। অন্যদিকে, রাজ্য পরিচালনার জন্য নানা উদ্ভাবনীমূলক সংস্কার কর্মসূচি ও জনকল্যাণমূলক কাজ করে প্রজাহিতৈষী শাসকে পরিণত হয়েছিলেন। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. সন্ত্রাসের রাজত্ব কি? ১

খ. ফ্রান্সের সাঁকুলেৎদের সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকে কোন শাসকের কর্মকাণ্ড সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শাসকের ন্যায় তোমার পঠিত সম্রাট কীভাবে প্রজাহিতৈষী শাসকে পরিণত হয়েছিলেন? যুক্তি দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রোবসপিয়েরের শাসননীতি হলো সন্ত্রাসের রাজত্ব।

খ প্রাক বিপ্লব ফ্রান্সের তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে ছিল সার্কুলেরা। এরা ছিল ভবঘুরে বা ভাসমান শ্রমিক।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গ্রাম থেকে এ সকল লোক ছিন্নমূল হিসেবে শহরে জড়ো হয়। এদের বলা হয় সাঁকুলেৎ। এদের মধ্যে ছিল গরিব

কারিগর ও ছোট দোকানদার এরা ছিল জনসংখ্যার $\frac{১}{৫}$ অংশ। এরা মাঝে মাঝে দাঙ্গা করত বলে ধনী বুর্জোয়ারা ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কর্মকাণ্ড সাদৃশ্যপূর্ণ।

আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক একজন সমর ও রাষ্ট্রনায়ক। তাকে আধুনিক ফরাসি রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারীও বলা হয়। একজন সামান্য সৈনিক থেকে নিজ যোগ্যতাবলে ধাপে ধাপে ফ্রান্সের সম্রাটের আসনে উঠে আসা, ফ্রান্সকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের মেধা, প্রজ্ঞা ও রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রতিভা বিস্ময়কর ছিল। নেপোলিয়ন পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে প্রুশিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া ও স্পেনে অভিযান পরিচালনা করে এ দেশগুলোতে ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। আফ্রিকা মহাদেশের অনেক অঞ্চলে তিনি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন। প্রায় প্রতিটি অভিযানে সফল হয়ে নিজেকে এক দিগ্বিজয়ী বীর হিসেবে প্রমাণ করার পাশাপাশি তিনি ফরাসি দেশকে আধুনিক চরিত্র দানের জন্য প্রশাসন আইন, বিচার, ধর্ম, শিক্ষা সংস্কার সাধন করেন। উল্লিখিত এ জনকল্যাণমূলক সংস্কারসমূহ তাকে প্রজাহিতৈষী শাসকে পরিণত করে।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসে মৌর্য বংশীয় একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক নিজ যোগ্যতাবলে পুরো ভারতবর্ষ নিজ অঞ্চলভুক্ত করে এক দিগ্বিজয়ী বীর হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন। অন্যদিকে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করে প্রজা হিতৈষীশাসকে পরিণত হয়েছিলেন।

উপরিউক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের চরিত্রে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের শাসকের ন্যায় আমার পঠিত সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন সংস্কার সাধন করে প্রজাহিতৈষী শাসকে পরিণত হয়েছিলেন।

ক্ষমতা গ্রহণ করেই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রশাসন, আইন, বিচার, ধর্ম শিক্ষা ও অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব সংস্কার সাধন করেন। তার সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা। ষোড়শ লুইয়ের সময় থেকে চলে আসা ভঙ্গুর অর্থ ব্যবস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য নেপোলিয়ন বোনাপার্ট আর্যদপ্তরকে দুভাগে বিভক্ত করেন (ক) রাজস্ব দপ্তর; (খ) অডিট দপ্তর। তিনি ১৮০০ সালে ব্যাংক অব ফ্রান্স স্থাপন করেন। ব্যাংক থেকে ৬% সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করায় কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটে। নেপোলিয়নের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যশীল নাগরিক সৃষ্টি করা। এ সময় তিন ধরনের বিদ্যালয় প্রচলিত ছিল। নেপোলিয়ন বিপ্লবী ফ্রান্সের গৃহীত জাতীয় গির্জানীতির সাথে পোপের দাবির সামঞ্জস্য বিধান করে মীমাংসা করেন, যা ইতিহাসে কনকর্ড্যাট বা মীমাংসা নীতি নামে পরিচিত।

নেপোলিয়ন সমাজে ব্যক্তির অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জন্ম ও কৌলীন্যের পরিবর্তে ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে মানদণ্ড হিসেবে স্থির করেন। ফলে ফরাসি সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। নেপোলিয়ন প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় শাসকের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমেই তিনি দক্ষ লোকদেরকে মনোনয়ন দিয়ে শক্তিশালী একটি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল গঠন করেন। নেপোলিয়নের সংস্কারসমূহের মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে কোড অব নেপোলিয়ন বা আইনবিধি। বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ সামাজিক সাম্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি আইন পরিমার্জন ও প্রণয়ন করেন।

উপরিউক্ত সংস্কারসমূহই নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে একজন প্রজাহিতৈষী শাসকে পরিণত করেছিল।

প্রশ্ন ▶৮ কবির হোসনে বন্ধুদের সাথে অসীম সাহস নিয়ে নিজ গ্রাম বাঁধনহারা ছেড়ে দূরবর্তী স্থানে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যায়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কবির জানতে পারে তার গ্রামে রাজাকার বাহিনী মনগড়া ফতোয়া জারি করে অত্যাচার শুরু করেছে। দেরি না করে কবির দলবল নিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসে এবং রাজাকারদের বিতাড়িত করে। কবির প্রথমেই গ্রামের ঐতিহ্যের সাথে সংগতি রেখে এবং তার নিজস্ব আধুনিক মনোভাবের আলোকে নিয়মনীতি চালু করেন যা বিশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যেও গ্রামের জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে। *◀ শিখনফল: ৫*

ক. কত সালে ইংল্যান্ডে স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হয়? ১

খ. বিপ্লব-পূর্ব ফরাসি সমাজে যাজক সম্প্রদায় বলতে কাদেরকে বোঝানো হতো? ২

গ. কবির হোসেনের মুক্তযুদ্ধকালীন ঘটনাটি আমাদেরকে ফ্রান্সের কোন বীরের কথা মনে করিয়ে দেয়? ৩

ঘ. তোমার কি মনে হয় কবির হোসেন বাঁধনহারা গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির সাথে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডে স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হয়।

খ ফরাসি সমাজে দু'ধরনের যাজক ছিল। ফ্রান্সে গ্রামের পাদরি, বিশপ, আর্চবিশপ, এবাট ও কার্ডিন্যালরা যাজক সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। যাজক সম্প্রদায় অনেক সুযোগসুবিধা ভোগ করত। গির্জা বা যাজকদের অধিকন্তু দেশের মোট জমির ২০ ভাগের মালিকানা ছিল। যাজকেরা এ অধিকারে থাকা সম্পত্তির কোনো কর দিত না এছাড়া অন্যান্য কর থেকে তারা আংশিক বা সম্পূর্ণ অব্যাহতি পেত। এসব ছাড়াও গির্জা বা যাজক শ্রেণি কৃষকদের ফসলের ওপর $\frac{১}{১০}$ অংশ ধর্মকর, কৃষকদের কাছ থেকে মৃত্যুকর, নামকরণ কর, বিবাদ কর আদায় করত। এভাবে যাজক সম্প্রদায় একটি সম্পদশালী সম্প্রদায় হিসেবে পরিণত হয়।

গ উদ্দীপকের কবির হোসেনের ঘটনার সাথে ফ্রান্সের নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

নেপোলিয়ন নিজ দেশের হয়ে বিদেশের মাটিতে যুদ্ধ করছিলেন। এ সময় জানতে পারেন যে নিজ দেশের ডাইরেক্টরদের শাসনকার্যে ব্যর্থতায় ফ্রান্সের জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ। এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি

নিজ দেশে ফিরে এসে ডাইরেক্টরদের পদচ্যুত করে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে অচিরেই ফ্রান্সে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আসে। এক পর্যায়ে তিনি ফ্রান্সের সম্রাট হন। তার নেতৃত্ব ফ্রান্সকে সমৃদ্ধ এক জনপদে পরিণত করে।

উদ্দীপকের কবির হোসেনও দেশমাতৃকার টানে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। নিজ গ্রামের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য তিনি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা সম্পূর্ণরূপেই নেপোলিয়নের ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই কবির সাহেবের এ ঘটনা আমাদেরকে নেপোলিয়নের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন কবির সাহেবের নামটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক স্বর্ণালি অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর সেনানীরা জাতির অহংকার। নিজ জীবনের মায়া উপেক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ সংগ্রাম। আর এদেশেরই জনগণের একটা অংশ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর হিসেবে তাদের অত্যাচার জুলুমের সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিপক্ষের দেশীয় এ শক্তি গড়ে তুলেছে আল বদর, রাজাকার বাহিনী। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে এরা সফল হয়নি। মুক্তিযোদ্ধারা এদেরকে প্রতিহত করেছে। দেশে স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনেছে। তাই বাংলার জনগণ এ সংগ্রামী যোদ্ধাদেরকে স্মরণীয় করে রাখবে। বিভিন্ন অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম। বাঙালি জাতি এদেরকে সম্মানিত করেছে বিভিন্ন খেতাব দিয়ে, তাদের নামে বিভিন্ন স্থাপনার নামকরণ করে। এভাবেই বাঁধনহারা গ্রামের নামটির সাথে জড়িয়ে আছে মুক্তিযোদ্ধা কবির হোসেনের নাম। কবির হোসেনের অবদান, তার স্মৃতি, তার আত্মত্যাগ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। এজন্য বাঁধনহারা গ্রামের নামটির সাথে যখনই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রসঙ্গ আসবে, তখনই আসবে কবির হোসেনের নাম।

প্রশ্ন ▶৯ ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবসের গণ্ডি পেরিয়ে এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সুতরাং ভাষা আন্দোলন বৃথা যায়নি। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সৃষ্টিতে বহুভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. এনামুল হক, অধ্যাপক মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমেদ প্রমুখ বিশিষ্টজনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি এই তিনটি জিনিস প্রতিটি মানুষের অত্যন্ত প্রিয়। এ ব্যক্তিরা আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন না, নেতৃত্বও দেননি। কিন্তু তারা যেটা করেছেন তা হলো মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তুলেছেন। তারা লেখনীর মাধ্যমে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ভাষা আন্দোলনে অবদান রেখেছেন। *◀শিখনফল-২*

ক. ফরাসি বিপ্লবকে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা কী বলা হয়? ১

খ. সন্ত্রাসের রাজত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কার্যক্রমের সাথে ফরাসি বিপ্লবের কোন কারণের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, একমাত্র উক্ত কারণটিই ফরাসি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছে? পক্ষে অথবা বিপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরাসি বিপ্লবকে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা হয়।

খ ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে জাতীয় কনভেনশনের শাসনামলে জ্যাকোবিন নামক রাজনৈতিক দল যে কলঙ্কজনক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল তাই ইতিহাসে সন্ত্রাসের রাজত্ব নামে পরিচিত।

সন্ত্রাসী রাজত্বের প্রধান স্থপতি ছিলেন রোবসপিয়ার এবং অন্যতম নেতা ছিলেন দান্তে ও মারার্ট। সন্ত্রাসের রাজত্বের স্থায়ীত্ব ছিল ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মার্চ বিপ্লবী আদালত গঠন থেকে ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জুলাই রোবসপিয়ারের হত্যা পর্যন্ত।

গ উদ্দীপকের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কার্যক্রমের সাথে ফরাসি বিপ্লব সংঘটনে দার্শনিকদের অবদানের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যক্তিদের লেখনীর মাধ্যমে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ভাষা আন্দোলনে অবদান পাঠ্যবইয়ের ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

যেকোনো বিপ্লব সৃষ্টিতে বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকে। ফরাসি বিপ্লব সংঘটনে দার্শনিক চিন্তাবিদগণের অপরিসীম অবদান রয়েছে। ফরাসি বিপ্লবে যেসব দার্শনিক অবদান রেখেছেন তারা হলেন চার্লস মন্টেস্কু, মহামতি ভলতেয়ার, জ্যাঁ জ্যাক রুশো, ডিনেস দিদেরো, ভি এলেমবার্ট প্রমুখ। চার্লস মন্টেস্কু তার লেখনীর মাধ্যমে ফরাসি জনগণের মধ্যে যে সত্য যুক্তির নাড়া দিয়েছিলেন তা ফরাসি বিপ্লবকে অনিবার্য করে তোলে। ভলতেয়ার বিপ্লব প্রাক্কালে গির্জা, যাজক এবং রাজশক্তির বিরুদ্ধে রচনা লিখে তিনি যেভাবে ফ্রান্সবাসীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাতে ফরাসি বিপ্লবের পথ অনেকটা প্রশস্ত হয়। রুশো তার সামাজিক চুক্তি মতবাদের মধ্যে সাম্যবাদ, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা লিখে ফরাসি জনগণকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। একইভাবে অন্যান্য দার্শনিকগণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ফরাসি বিপ্লবে।

ঘ উক্ত কারণ বলতে দার্শনিকদের অবদানের কথা বলা হয়েছে।

না, আমি মনে করি না একমাত্র দার্শনিকদের অবদান ফরাসি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছে। এটি ছাড়াও আরো অনেকগুলো কারণ ফরাসি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল।

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ফরাসি বিপ্লবের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শাসকদের দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ড বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। দুর্নীতিপরায়ন শাসকদের শাসন ব্যবস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে এর থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য জনসাধারণ বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়। অভিজাত ও আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য ও অত্যাচার ফরাসি বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাকে বাড়িয়ে তুলেছিল।

এছাড়া রাজপরিবারের অমিতব্যয়িতা ও রানীর উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে ফরাসি জনগণের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব করা একান্ত

স্বাভাবিক ছিল। ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বৈষম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা। সামাজিক বৈষম্যের সাথে রাজাদের শোষণ নীতি জনজীবনকে একেবারে নৈরাশ্যজনক করে ফেলেছিল। যার ফলে জনসাধারণ বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক বৈষম্য ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম কারণ। অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। পুঞ্জীভুত ক্ষোভ থেকে বিপ্লব সৃষ্টি হয়। পঞ্চদশ লুই ও ষোড়শ লুইয়ের দুঃশাসনও ফরাসি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শুধু একটি কারণ নয়, বরং অনেকগুলো কারণ ফরাসি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১০ শান্তিনগর উপজেলায় এক অভিনব ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এখানে সম্পদশালী অভিজাত শ্রেণির লোকেরা শুধু ভোগ করে কিন্তু তারা কোনো কর দেয় না। অন্যদিকে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির আয় কম, কিন্তু কর দিতে হয় বেশি। এ কারণে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌঁছে। ফলে তারা বিপ্লব শুরু করে।

◀ শিখনফল-১ ও ৩

ক. ডেনিস দিদেরো কোন দেশের বিখ্যাত মনীষী ছিলেন? ১

খ. বিপ্লবী বধ্যভূমি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. শান্তিনগর উপজেলার বিপ্লবের কারণের মধ্যে ফরাসি বিপ্লবের যে কারণের প্রতিফলন দেখা যায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শান্তিনগর উপজেলার অবস্থার চেয়ে ফরাসি বিপ্লবের উক্ত কারণ আরো বিস্তৃত— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ডেনিস দিদেরো ফ্রান্সের বিখ্যাত মনীষী ছিলেন।

খ ফরাসি বিপ্লবের সময় বিপ্লব বিরোধী বিদ্রোহীদের গিলোটিনে শিরচ্ছেদ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানকে নির্ধারণ করা হয়, যা ইতিহাসে বিপ্লবী বধ্যভূমি নামে পরিচিত।

রোবসপিয়ের সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের জন্য গণনিরাপত্তা কমিটি গঠন করেন এবং এই গণনিরাপত্তা কমিটি লক্ষাধিক সন্দেহভাজনকে নির্ধারিত স্থানে গিলোটিনের সাহায্যে হত্যা করে। ফলে পরবর্তীতে এই স্থানকে বিপ্লবের বধ্যভূমি বলা হয়।

গ শান্তিনগর উপজেলার বিপ্লবের কারণের মধ্যে ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম কারণ তথা প্রাকবিপ্লব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়।

বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। অসম কর ব্যবস্থা, সরকারের অমিতব্যয়িতা, শস্যহানি, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি কারণে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে পড়ে। পোইসির চুক্তির ফলে রাজা যাজকদের ওপর সরাসরি কোনো কর বসাতে পারতেন না। ফলে ফ্রান্সে প্রতক্ষ করের সমগ্র বোঝা পড়ত কৃষক, কারিগর, শহরবাসী সাধারণ মানুষ অর্থাৎ তৃতীয় এস্টেট-এর ওপর। তৃতীয় এস্টেট বিশেষ করে কৃষকশ্রেণির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর পরিশোধের পর আর কিছুই থাকত না। অথচ কৃষক শ্রেণির আয় ছিল সবচেয়ে কম। ফ্রান্সে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে তৃতীয় সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দশা প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে তাদের সমর্থনে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, শান্তিনগর উপজেলায় এক অভিনব ব্যবস্থায় সম্পদশালী অভিজাত শ্রেণির লোকেরা কোনো কর দেয় না। কিন্তু সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। অন্যদিকে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির আয় কম হলেও কর বেশি দিতে হয় বলে তাদের দুঃখ দুর্দশা চরমে পৌঁছে। ফলে তারা বিপ্লব শুরু করে।

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকের বিপ্লবের কারণের সাথে ফরাসি বিপ্লবের উল্লেখযোগ্য কারণ তথা প্রাক বিপ্লব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ শান্তিনগর উপজেলার অবস্থার চেয়ে ফরাসি বিপ্লবের উক্ত কারণ তথা বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো বিস্তৃত— মন্তব্যটি সঠিক।

ফরাসি বিপ্লব শুধু ইউরোপের নয়, বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে বেশ বড় ধরনের মোড় পরিবর্তনকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। ফরাসি বিপ্লবের মূল কারণ নিহিত রয়েছে প্রাক বিপ্লব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে। অসম কর ব্যবস্থা ছাড়াও সরকারের অমিতব্যয়িতা ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। ফ্রান্সের অর্থনীতির সবচেয়ে মারাত্মক দিক ছিল সরকারি অপব্যয় ও রাজ পরিবারের সীমাহীন অমিতব্যয়িতা। এর সাথে যুক্ত হয় ফরাসি রাজার খামখেয়ালিপনা।

রাজপরিবারের এরূপ অমিতব্যয়িতার জন্য ফরাসি সরকার ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়ে। এছাড়া যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার প্রচুর ঋণ গ্রহণ করে। এ বিপুল পরিমাণ ঋণ পরিশোধের কোনো উপায় না পেয়ে ষোড়শ লুই জাতীয় সভার আহ্বান করতে বাধ্য হন। তদুপরি ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের পর ফ্রান্সের কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনেও মন্দা দেখা দেয়। পরপর ফসল হানির জন্য খাদ্যশস্যের মূল্য বেড়ে যায়। সাধারণ লোকজন খাদ্যের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে আসতে থাকে। সেই সাথে দার্শনিকদের লেখনী মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলে। ফ্রান্সের শহরে বিক্ষুব্ধ জনতা ক্ষোভ প্রকাশ করলেও এসব বিক্ষোভ-বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু ঋণভারে জর্জরিত সরকার অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করতে না পেরে জাতীয় সভার অধিবেশন আহ্বান করলে সরকারের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফরাসি বিপ্লব প্রাকবিপ্লব ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থারই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

প্রশ্ন ▶ ১১ রাফি তার ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে জানতে পারে, সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতা এই স্লোগানকে সামনে রেখে ইউরোপের একটি রাষ্ট্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে একটি মহা বিপ্লব ত্বরান্বিত করে। পণ্ডিতরা মনে করেন যে, এর পেছনে ছিল সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রখ্যাত দার্শনিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ফলশ্রুতিতে গণতন্ত্র, যুক্তিবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সাম্য, শোষণমুক্তি, রাজতন্ত্রের অবসান, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি ধারণা বিপ্লব পরবর্তী পুরো ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহে বিস্তার লাভ করেছিল। ঐতিহাসিকরা উক্ত বিপ্লবকে আধুনিক ইউরোপের নতুন পর্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। *◀ শিখনফল: ৪*

ক. নেপোলিয়ন কে ছিলেন? ১
খ. ফরাসি বিপ্লবে 'পার্লামেন্ট অব প্যারিসের' ভূমিকা আলোচনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে বিপ্লবের ইঙ্গিত করা হয়েছে সে বিপ্লব সংঘটনে দার্শনিকদের ভূমিকা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লবটিকে কেন আধুনিক ইউরোপের নতুন পর্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়? যুক্তি দেখাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নেপোলিয়ন ছিলেন ফরাসি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও রাষ্ট্রনায়ক।

খ ফরাসি বিপ্লব সংঘটনে 'পার্লামেন্ট অব প্যারিস'-এর ভূমিকা ছিল দিক নির্দেশক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

মন্ত্রী ব্রিয়ানের পরামর্শে রাজা কর সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলো নিবন্ধনের জন্য পার্লামেন্টে পেশ করলে ব্রিয়ানকে 'তীব্র ভর্ৎসনা' করা হয়। তাকে বেআইনি প্রস্তাবের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। পার্লামেন্টের সদস্যগণ রাজার ক্ষমতা ছাঁটাই করার জন্য কতিপয় পুস্তিকা ছাপায় ও জনমতকে নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্টা করে। তারা নিজেদের 'জনগণের প্রতিনিধি সভা' হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা চালায়।

গ উদ্দীপকে ফরাসি বিপ্লবকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং এ বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল জ্ঞানদীপ্তির শতাব্দী। এ শতাব্দীতে ফ্রান্স তথা ইউরোপে এমন কতিপয় দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে যাদের ক্ষুরধার লেখনী পাঠ করে মানুষ ক্রমেই যুক্তিবাদী হয়ে উঠে। তারা সমাজে যা প্রচলিত তাকে মেনে না নিয়ে এ ব্যবস্থার দোষ ত্রুটি বিচার করতে শিখে। এসকল দার্শনিক ফ্রান্সের পূর্বতন শাসনামলের তীব্র সমালোচনা করে সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্তম্ভ নড়বড় করে দিয়েছিলেন। ফরাসি দার্শনিকদের মধ্যে মন্টেস্কু, ভলতেয়ার, রুশো, দিদারো প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। অনেক বিপ্লবে তারা প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দেননি বা অংশ নেননি কিন্তু স্বীকার করতে হবে যে, তারা তাদের চিন্তা-চেতনা ও লেখনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিপ্লবের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। জ্ঞানী দার্শনিকদের লেখনীর মাধ্যমে ফরাসি জনগণের মন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। কারণ দার্শনিকগণ তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দোষ ত্রুটির প্রতি ফরাসি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক বিরাট জাগরণের সৃষ্টি করেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফরাসি বিপ্লবে মহান দার্শনিকদের প্রভাব ও অবদান ছিল অপরিসীম ও অনস্বীকার্য।

ঘ ফরাসি বিপ্লবকে আধুনিক ইউরোপের নতুন পর্ব বলা হয়। কেননা এই বিপ্লব ইউরোপীয় রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল ইউরোপের অপরাপর দেশসমূহের জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করলে ঐসব দেশের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিতে ফ্রেন্ডস অব দা পিপল, রিভ্যুলিউশন সোসাইটি, লন্ডন কারেসপন্ডিং সোসাইটি প্রভৃতি সমিতি গড়ে ওঠে। ফরাসি বিপ্লব ইউরোপের রাষ্ট্র সমূহকে নতুন পথ দেখাতে সক্ষম হয়। তারা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদে তখন সংঘবদ্ধ হতে থাকে। ইউরোপের সব দেশের নেতৃবৃন্দ ফরাসি বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কেউ কেউ ইউরোপের দেশে দেশে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ঘটনা প্রবাহ ঘটতে থাকে।

ইউরোপের পুরাতন ব্যবস্থার ওপর ফরাসি বিপ্লব বরফ গলাতে শুরু করে। জার্মান এবং ইতালি জাতি নিজেদের জাতীয় বিকাশে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রেরণা লাভ করে। এক সময় তারা সাফল্য অর্জন করে ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহ জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত হওয়ার প্রেরণা খুঁজে পায়। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী গোটা ইউরোপকে আন্দোলিত করে তোলে। ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবে ইউরোপের এক সময় আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে।

তাই বলা যায়, সঙ্গত কারণেই ফরাসি বিপ্লবকে আধুনিক ইউরোপের নতুন পর্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

প্রশ্ন ▶১২ গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার ছিলেন একজন বিখ্যাত বিজেতা। ম্যাসিডোনিয়ার সিংহাসনে বসে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পর তিনি দেশ জয়ে মন দেন। রাজত্বের বেশির ভাগ সময় তিনি এশিয়া ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় সামরিক অভিযানে ব্যয় করেন এবং তার প্রায় প্রতিটি সামরিক অভিযানই সফল হয়েছিল। পৃথিবীব্যাপী গ্রিক সভ্যতা বিস্তার করাই ছিল তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। ◀ *শিখনফল: ৫*

ক. জিরোন্ডিস্ট কারা? ১
খ. 'মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, কিন্তু সমাজ তাকে শৃঙ্খলিত করে'— কে, কখন এই উক্তিটি করেন? ২
গ. উদ্দীপকের গ্রিক বিজয়ী বীরের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের ফরাসি যে শাসকের মিল রয়েছে— তার কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় ব্যবস্থা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলেকজান্ডারের মতো পৃথিবীব্যাপী ফরাসি সভ্যতা বিস্তার করাই ছিল তার উদ্দেশ্য— তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রজাতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী সংসদ সদস্যরাই হলো জিরোন্ডিস্ট।

খ 'মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন, কিন্তু সমাজ তাকে শৃঙ্খলিত করে'— উক্তিটি রুশো তার বিখ্যাত 'Social Contract' বা সামাজিক চুক্তি গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

রুশো সকল মানুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। তার মতে, আদিতে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে সবাই সুখী ও স্বাধীন ছিল। কিন্তু সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব হলে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয় তা থেকে পরিত্রাণের জন্য সমষ্টিগত ইচ্ছার কাছে ব্যক্তি মানুষ তার অধিকারকে সমর্পণ করে। এভাবে সমাজে তারা শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে।

গ উদ্দীপকের গ্রিক বিজয়ী বীরের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের মিল রয়েছে। তার শাসনামলে কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

নেপোলিয়ন কর্তৃক আরোপিত ইল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধই ইতিহাসে মহাদেশীয় ব্যবস্থা নামে পরিচিত। তিনি মনে করতেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ বাস্তবায়ন করতে পারলে ইংল্যান্ড দুর্বল হয়ে ফ্রান্সের নিকট নতি স্বীকার করবে। একই সঙ্গে ইউরোপে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই মহাদেশীয় ব্যবস্থা বলবৎ করার জন্য নেপোলিয়ন কতগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। নেপোলিয়ন ১৮০৬ সালে বার্লিন ডিক্রি জারি করে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ জারি করেন এবং এ ডিক্রি অনুযায়ী ফ্রান্স বা তার মিত্র অথবা নিরপেক্ষ দেশের বন্দরগুলোতে ইংল্যান্ডের জাহাজ ভিড়তে পারবে না। আর যদি ইংল্যান্ডের কোনো পণ্য অন্য দেশের জাহাজ মারফত নামানো হয় তাহলে সেগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে। নেপোলিয়নের উল্লিখিত এসব নৌ অবরোধের কারণে ইংল্যান্ড অর্ডারস ইন কাউন্সিল নামক এক ঘোষণাপত্র জারি করে ও তার মিত্র দেশের বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধ ঘোষণা করেন। এর প্রত্যুত্তরে নেপোলিয়ন ১৮০৭ সালে মিলান ডিক্রি জারি করেন। এর পর নেপোলিয়ন ওয়ারস ডিক্রি ও ফন্টেন্টনব্লু ডিক্রি জারি করে বলেন যে, তার আদেশ অমান্য করলে সে অপরাধে ধৃত সকল ইংরেজ পণ্য প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হবে। নেপোলিয়ন কর্তৃক ঘোষিত বার্লিন ডিক্রি, ওয়ারস এবং ফান্টেটেনব্লু ডিক্রির ঘোষণাবলিকে একসঙ্গে কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। কিন্তু এ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য যে নৌশক্তি ও সতর্ক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন তা ফ্রান্সের না থাকায় এটা ব্যর্থ হয়।

ঘ উদ্দীপকের আলেকজান্ডারের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে নেপোলিয়নের। উদ্দীপকের আলেকজান্ডারের মতো পৃথিবীব্যাপী ফরাসি সভ্যতা বিস্তার করাই নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল বলে আমি মনে করি। পৃথিবীর ইতিহাসে ইউরোপের যে তিনজন যুগপৎ সমর এবং রাষ্ট্রনায়ক বিস্ময়কর প্রতিভা ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন তার মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অন্যতম। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সম্রাট পদে অভিষিক্ত হয়ে ফ্রান্সে ব্যাপক সংস্কার করেন। তিনি ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ইউরোপে ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। তিনি ফরাসি জনগণের জীবনে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় মনোনিবেশ না করে অতিমাত্রায় সাম্রাজ্য বিস্তার এবং যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ইংল্যান্ড, প্রুশিয়া, রাশিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া ও স্পেনে সামরিক অভিযান করে তিনি এ দেশগুলোতে ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় নৌশক্তিতে বলীয়ান রাষ্ট্র এবং সবচেয়ে বেশি ঔপনিবেশিক শক্তির অধিকারী রাষ্ট্র ব্রিটেনকে অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত করতে তিনি মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। নেপোলিয়ন ইউরোপব্যাপী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ করে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ বাস্তবায়ন করতে পারলে ইংল্যান্ড দুর্বল হয়ে ফ্রান্সের কাছে নতি স্বীকার করবে। একই সঙ্গে ইউরোপে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইংল্যান্ডের উপনিবেশগুলো করায়ত্ত করে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার করা যাবে। এজন্য তিনি তার শাসনের বেশির ভাগ সময় সামরিক অভিযানে লিপ্ত ছিলেন এবং প্রায় প্রতিটি অভিযান সফল হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য এশিয়া ও উত্তরপূর্ব আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করেন এবং তার প্রায় প্রতিটি সামরিক অভিযান সফল হয়।

উপরিউক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, উদ্দীপকের আলেকজান্ডারের উদ্দেশ্যের সাথে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উদ্দেশ্য সাদৃশ্যপূর্ণ।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ১৩ তাজবীর যে দেশে বসবাস করছে ঐ দেশের সরকার পার্লামেন্টে এমন একটি আইন পাস করেছে যে সরকার বিরোধী যেকোনো লোককে গ্রেফতার করতে পারে। তাদের বিচারের জন্য বিরোধী বিচারালয় এবং ফাঁসিতে নিহতদের জন্য একটি বিরোধী বধ্যভূমি তৈরি করে। *◀ শিখনফল: ১ ও ৪*

ক. ফ্রান্সে তৃতীয় শ্রেণির কাকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়? ১

খ. ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্পর্কে আলোচনা কর। ২

গ. তাজবীরের দেশের ব্যবস্থা ফ্রান্সের কোন রাজত্ব ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফ্রান্সে এ ধরনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলাফল মূল্যায়ন কর। ৪